মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সংবিধান সংশোধনে স্পষ্ট ভাষায় গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নিয়ে লেখা হল 'দেশের আইন সভা (কংগ্রেস) বাক্ অথবা প্রেসের স্বাধীনতা খর্বকারী কোনো আইন তৈরী করতে পারবে না।'

১৯৪৮ সালে ইউনাইটেড নেশনের মানবাধিকার বিষয়ক ঘোষণায় পৃথিবীর সমস্ত দেশের নাগরিকদেরই এই স্বাধীনতা (Freedom of Information) থাকা উচিত বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। আবার ১৯৭৮ সালে ইউনাইটেড নেশনে-র গণমাধ্যম বিষয়ক ঘোষণায়ও তথ্যের অবাধ প্রবাহের (free flow of information) উপর জোর দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশেও সংবিধান ১৯৫০ সালে একে মেনে নিয়েছে। তবে ভারতীয় সংবিধানে যেমন স্পষ্টভাবে প্রেসের স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করা হয়নি তেমনি তথ্যের অধিকারকেও একজন নাগরিকের অধিকার বলে কোথাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নি। সংবিধান বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এটি সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে লিখিত মৌলিক অধিকার গুলির প্রথমতমটি— ১৯(১)(ক) অনুচ্ছেদে লিখিত 'বাক্‌ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার' অধিকারের মধ্যে অলিখিত ভাবে রাখা এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ১৯৫০ সাল থেকে শুরু করে ভারতের বিভিন্ন মামলার রায় দেওয়ার প্রসঙ্গে বার বার তা উল্লেখ করেছে। এর পিছনে অকাট্য যুক্তি হল প্রাসঙ্গিক তথ্যের অবাধ যোগান না পেলে একজন মানুষ তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সুচিন্তিত মত প্রকাশ করতে পারে না। তাই বলা হয় যে তথ্যের অধিকার এবং মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা পরস্পরের পরিপূরক। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোয় দুটিই অপরিহার্য উপাদান।

তথ্যের অধিকারের দুটি দিক আছে। প্রথমটি হল প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারার অধিকার। অপরটি হল সেই তথ্য অন্য কাউকে জানানোর ক্ষমতা বা সুযোগ পাওয়ার অধিকার। এই তথ্য সাধারণতঃ সরকারি দপ্তরের নথিপত্রে থাকে। একজন সরকারি আধিকারিক নিজে থেকে তা দিতে চান না। কারণ হিসাবে বলে থাকেন ১৯২৩ সালের সরকারি গোপনতা আইন বলেছে যে সেই তথ্য জানানোর অধিকার তাঁর নেই।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় দেশের নাগরিকরাই তাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা প্রশাসনকে পরিচালিত করেন। সঠিক তথ্য জানা না থাকলে নির্বাচনে সাধারণ মানুষদের রায় সঠিক ভাবে প্রতিফলিত হবে না, দেশ সঠিক পথে পরিচালিত হবে না, জনগণের স্বার্থ রক্ষা করা যাবে না। অন্য দিকে সরকার যদি তথ্যের সরবারহকে যথেষ্ট অবাধ না করে তাহলে তার স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতা বজায় থাকে না। ভারতের দ্বিতীয় প্রেস কমিশন তাই তথ্য সরবরাহে বাধাদায়ক ১৯২৩ সালের সরকারি গোপনতা আইনের পরিবর্তন করতে সরকারকে অনুরোধ করেছিল, যা শেষ পর্যন্ত ২০০৫ সালের তথ্যের স্বাধীনতা আইনে-র ২২ ধারাতে কার্যকরী করা হয়েছে।

ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকার হিসাবে দেওয়া বাক্‌ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল ১৯৫০ সালে। কিন্তু সেই স্বাধীনতার অধিকার বাস্তবে কি জিনিস, একজন সাধারণ ভারতীয় নাগরিক কিভাবে সেই অধিকার সহজে পেতে এবং ব্যবহার করতে

পারে সেটা কারুর কাছেই স্পষ্ট ছিল না। ফলে ঐ বছরই মুম্বাই শহরের ইংরাজি সাপ্তাহিক 'ক্রস্ রোডস্' এর মালিক সম্পাদক রমেশ পাপার এবং দিল্লির ইংরেজি সাপ্তাহিক 'অর্গ্যানাইজার'-এর মালিক সম্পাদক ব্রিজভূষণ সুপ্রীম কোর্টে পৃথক পৃথক মামলা করেন (ঐ মামলাগুলির বিস্তারিত বিবরণ বর্তমান লেখকের 'প্রেস স্বাধীনতা'—প্রকাশক আনন্দ পাবলিশার্স, বইয়ে পাওয়া যাবে)। এই দুই সম্পাদকই তাঁদের মামলাগুলি জিতে যান এবং সুপ্রীম কোর্ট ঐ মামলাগুলির রায়ে সংবিধানের কথা বলার ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা— কথাগুলিকে ব্যাখ্যা করে প্রেসের বা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা অর্থাৎ সংবাদ / তথ্য সংগ্রহ, তা প্রকাশ করা ও মতামত বই-পত্র-পত্রিকায় প্রকাশের এবং নিজের মতামত অন্যকে জানানোর স্বাধীনতার অধিকার বলে ঘোষণা করে। পরে ১৯৫৭ সালের এক্সপ্রেস সংবাদপত্র গোষ্ঠি বনাম ভারত সরকার এবং ১৯৬১ সালে সকাল পত্রিকা গোষ্ঠি বনাম ভারত সরকার মামলাগুলিতেও সুপ্রীম কোর্ট ঐ একই ব্যাখ্যা আবার ঘোষণা করে।

কিন্তু একজন সাধারণ নাগরিক তাঁর তথ্য জানার স্বাধীনতার অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে তো সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত যেতে পারবেন না। তাই তাঁর তথ্য জানার এবং মতামত প্রকাশ করার অধিকার বাস্তবে প্রয়োগ করার সুযোগ প্রায় ছিল না বললেই চলে অথচ প্রতিটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনে তথ্যের চাহিদা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সম্প্রতি প্রেস স্বাধীনতার প্রবক্তরা বলেছেন 'ইনফর্মেশন (নলেজ) ইজ পাওয়ার'—তথ্যই ক্ষমতার উৎস।

ভারতীয় সংবিধান বলবৎ হওয়ার পর থেকে পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় কেটে গেছে। ভারতে বহুমুখী উন্নয়ন হয়েছে। ভারত এখন জগৎ সভায় জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রের আসন পেতে চলেছে। গণমাধ্যমগুলিও গুণমান, সংখ্যা ও প্রচার সংখ্যার বিচারে কুড়ি-পঁচিশ গুণ বেড়েছে, কিন্তু মানুষের তথ্য জানার অধিকার সরকারের অনুমোদন পেয়েছিল না। অবশেষে ২০০৫ সালে ভারতে তথ্যের অধিকার আইনে তা অনুমোদিত হয়েছে।

তাই বলা হচ্ছে গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে এই তথ্যের অধিকার আইন এক যুগান্তকারী আইন।

এবিসি ABC–Audit Bureau of Circulation— পুরো নাম হল অডিট ব্যুরো অফ সার্কুলেশন, অর্থাৎ পত্র-পত্রিকার প্রচার সংখ্যা যাচাই করার সংস্থা। ভারতবর্ষে সংবাদ প্রতিষ্ঠানগুলি বহুদিন থেকে বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা যাচাই করার জন্য একটি নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য সংস্থা তৈরি করার ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়ার কথা ভেবেছিলেন। ফলে ১৯১৪ সালে এই প্রতিষ্ঠান তৈরির কাজ সুরু হয়। কিন্তু সেটি বাস্তবে তৈরি করা সম্ভব হয় স্বাধীনতার পর ১৯৪৮ সালে। মুম্বাই শহরে এটির কেন্দ্রীয় অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়।

এটি সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান গুলির দ্বারা গঠিত একটি বেসরকারি সংস্থা। যার পরিচালন ব্যয় সে নিজেই বহন করে এবং 'না লাভ না ক্ষতি' নীতিতে পরিচালিত হয়। এর মূল উদ্দেশ্যে হলঃ কোনো সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা যাচাই করে তাকে শংসাপত্র দেওয়া। এ কাজের জন্য এবিসি তার নিজস্ব প্রতিনিধি ঐ সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানে পাঠায়। তাঁরা নির্দিষ্ট নিয়মে সংবাদপত্রের নথিপত্র, ছাপার মেশিন ও গুদাম পরীক্ষা করে দেখে থাকে। তারপর শংসাপত্র দেয়।

Scanned with Cam

is *Teleconferencing*. By using this medium individuals or groups located in different distant places can exchange sound and visuals including graphs/charts and moving pictures (which can be seen on normal TV screen and/or on bigger flat screens) among themselves. On the basis of scope, need and technicalities *Teleconferencing* can be of many types, such as : *Computer Conferencing, Audio Conferencing, Audio-Graphic Conferencing, Video conferencing.*

The *Video Conferencing* medium is costly because exchange of moving images and sounds simultaneously necessitate use of very wide wireless band-width. But costs are falling. VSNL's rate was Rs. 166.7 per min., now Dishnet DSL offers only 36 paise per min. A less costly variation of *Video conferencing* is one-way video and two-way *audio conferencing*. Thus mass media technologies will go on changing according to need of the people.

RIGHT TO INFORMATION LAWS

The peoples' right to freedom of information has been accepted as a necessary adjunct to participatory democracy throughout the world in recent times.

The right of the people has a pretty long history of existence, yet the rulers of various countries do not allow this freedom to its citizens voluntarily. We know that the Roman Senate allowed this right to its citizens during the first century B.C. Still it was not accepted universally till the middle of the twentieth century.

In human civilization people of many countries demanded and even fought for this right. Many rulers thought it to be a legitimate right of the people and allowed it. But few rulers refused to a allow this right to the people. This conflict continued through the ages. Finally, the peoples' demand prevailed and was internationally accepted during middle of the twentieth century when United Nations gave it's approval by means of declaring it as a basic human right in it's document 'Universal Declaration of Human Rights'.

The Article 19 of the said document mentions that people should have 'the right to impart information and ideas'. Following that principle more than forty countries of the world have already allowed their citizens the right to obtain Government-held information by enacting legislation or Code of Practices.

Scanned with Cam

The rational for allowing this right, according to media experts, is rooted in the concept of open and transparent Government.

Freedom of Information, is capable of advancing a number of desirable objectives in any society. Firstly, it helps to make the Government more accountable to the people. Secondly, by facilitating the acquisition of knowledge it encourages self-fulfilment. Thirdly, it acts as an efficient weapon in the fight against corruption and abuse of power by politicians and Government functionaries. Fourthly, it contributes to improving the quality of official decision-making concerning developmental works. Fifthly, it enhances the participatory nature of democracy. Lastly, it goes some way in redressing the inherent balance in power between the citizens and the State and strengthens the power of the individual in his dealings with the Government.

In 1950 the Constitution of India guaranteed this freedom to the citizens in Art 19(1), mentioning 'All citizens shall have the right to : (a) freedom of speech and expression.'

Though to some men, words 'freedom of speech and expression' may not expressedly mean freedom to collect information, yet practically this freedom of expression includes the freedom to propagate one's views as well as others. This has been duly explained by the Supreme Court of India in 1950 in Ramesh Thappar *vs.* Madras State and Brij Bhushan *vs.* Union Territory of Delhi cases. The U.S. Courts also have pointed out that this freedom includes the right to collect information relating to public affairs or the right of access to the sources of such information. So the natural corollary of the above mentioned constitutional granted freedom should have been enactment of laws by the Govt. allowing right to information to the Indian people.

But it is strange that though the Indian Constitution allowed 'freedom of expression' to its citizens as a 'Fundamental Right' and Press Council of India recommended enactment of a Freedom of Information Act by the Central Government, during the fifty years after Independence neither the Union nor State Governments in India came forward to allow this freedom to the people in clear terms, by making any law in this regard.

During the last decade of the twentieth century persistent demand for information about Government, policies, activities and expenditures became more and more forceful in India. Most citizens felt that, like

Scanned with Cam

many other free countries of the world, the Indians also should have the access to information because 'information is power' now-a-days. So people felt that access to information is of prime importance in modern Indian democratic society.

Yielding to this demand and to meet the aspirations of the people many State Governments in India allowed their people this access by enacting Right to Information Acts in the respective States. In 1997, the Tamil Nadu State Government was the first State in India to enact the Right to Information Act. In the same year the State of Goa also enacted it. In March 1998 the Madhya Pradesh State issued an executive order to this effect as the President of India did not give his assent to the Act for the apparent reason that the legislative competence to pass the Act was vested at that time with the Indian Parliament. So, the State Government issued executive order on Right to Information which is now operational in about 50 Departments of the State Government there.

In 2000, the Rajasthan, Karnataka and Maharastra State Governments also passed similar Acts. In 2001, the Delhi (National Capital Territory) followed suit and the Uttar Pradesh state issued Code of Practices on access to Information. In 2002 the Assam State also passed this Act.

If we compare these Acts we find that various models have been adopted in formation of those Acts. Some have allowed the right subject to a long list of exceptions, while other have really allowed this right with minimum restrictions. Again, some States have provisions for fixing accountability for not providing the desired information to the people.

For example : The Tamil Nadu State Government has formulated the act with extreme caution having twentyone items of exceptions. On the other hand in the same year Goa State Government formulated the Act with the fewest categories of exceptions. **The Madhya Pradesh Order imposes a fine of maximum of Rs. 2,000/- to an officer who refuses to supply the desired information without valid reasons.** The M P order has also set-up an Advisory Board, with the Chief Minister as its Chairperson and local NGOs, the Press and law practitioners as its members. All these Acts have provisions for charging fees for supplying the desired information.

Scanned with Cam